প্রস্তাবনা-১৭

বেসরকারি ক্রীড়া একাডেমীসমূহকে সরকারি/রাষ্ট্রীয়ভাবে সহযোগিতা ও সংরক্ষন করা হবে

বেসরকারি ক্রীড়া সংস্থা বলতে এমন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে বোঝায় যা সরকারি বা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই মূলত ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, ক্লাবের নিজস্ব তহবিল, বা বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকদের (স্পন্সর) আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয় ।এরা সাধারণত কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্রীড়া বা একাধিক ক্রীড়ার উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং প্রতিভা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।

বেসরকারি ক্রীড়া একাডেমী-সমূহের মূল বৈশিষ্ট্য

১. স্বেচ্ছামূলক ও বেসরকারি অর্থায়ন:

* এটি কোনো সরকারি বাজেট বা অনুদানের ওপর নির্ভরশীল নয়। এর প্রধান আয়ের উৎস হলো সদস্যদের চাঁদা, ক্লাব ফি, ব্যক্তিগত অনুদান এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা।

২. স্বাধীন পরিচালনা:

* সরকারি ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) অনুমোদন ও নিবন্ধন থাকলেও, দৈনন্দিন পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন থাকে।
* এরা সাধারণত একটি নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হয়।

৩. ক্রীড়া কার্যক্রম:

* স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নিয়মিত খেলাধুলা, প্রশিক্ষণ শিবির এবং টুর্নামেন্ট আয়োজন করা এদের মূল কাজ। যেমন: ক্রিকেট একাডেমি, ফুটবল ক্লাব ইত্যাদি।

৪. উদাহরণ:

* বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আবাহনী ক্রীড়া চক্র, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব-এর মতো ক্লাবগুলো; এবং বিভিন্ন স্থানীয় ক্রীড়া একাডেমি (যেমন: ধানমন্ডি ক্রিকেট একাডেমি) এই বেসরকারি ক্রীড়া সংস্থার উদাহরণ।

সংক্ষেপে, বেসরকারি ক্রীড়া সংস্থা হলো দেশের ক্রীড়াঙ্গনের সেই ভিত্তি যারা স্ব-উদ্যোগে তৃণমূল পর্যায়ে খেলার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং খেলোয়াড়দের পেশাদার পর্যায়ে নিয়ে আসতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা

আর্থিক সংকট: নিজস্ব তহবিল ও সীমিত মাসিক ফি'র উপর নির্ভরশীলতা, যা প্রশিক্ষণের মান বজায় রাখতে প্রধান বাধা।

মাঠ ও অবকাঠামো: প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ও মানসম্মত খেলার মাঠ, জিমনেশিয়াম ও সরঞ্জামাদির অভাব।

সরকারি অনুমোদন ও নিবন্ধন: অনেক একাডেমীর ক্ষেত্রে সরকারি স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রক্রিয়া জটিল বা দুর্বল।

কোচিং মান: আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও দক্ষ কোচের অভাব।

কোভিড-১৯ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো সংকটকালীন দুর্বলতা: সংকটের সময় একাডেমী পরিচালনায় চরম আর্থিক অনিশ্চয়তা (যেমনটি কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে দেখা গিয়েছিল)।

সরকারি/রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও সংরক্ষণের যৌক্তিকতা

বেসরকারি একাডেমীসমূহের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অপরিহার্য। এর যৌক্তিকতা নিম্নরূপ:

- **জাতীয় উন্নয়নে অংশীদারিত্ব:** ক্রীড়া শুধু বিনোদন নয়, এটি জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক সংহতির অংশ।
- **বিকেএসপি'র উপর চাপ হ্রাস:** সরকারি একমাত্র ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)-এর উপর চাপ কমাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সহায়ক হতে পারে।
- **ক্রীড়ার বিকেন্দ্রীকরণ:** শুধু শহরকেন্দ্রিক নয়, তৃণমূল পর্যায়েও মানসম্মত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- **সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ:** দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মেধাবী খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেওয়া।

বেসরকারি ক্রীড়া একাডেমীকে সহযোগিতা ও সংরক্ষণের সম্ভাব্য উপায় ও পদক্ষেপ

সরকারি/রাষ্ট্রীয়ভাবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে:

❖ আর্থিক সহযোগিতা

- **বার্ষিক অনুদান:** জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (National Sports Council - NSC) বা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিবন্ধিত একাডেমীগুলোকে নিয়মিত বার্ষিক আর্থিক অনুদান প্রদান করা।
- **ট্যাক্স সুবিধা:** একাডেমীর প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি আমদানি ও রক্ষণাবেক্ষণে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া।
- **আয়কর রেয়াত:** বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি যারা ক্রীড়া একাডেমীতে আর্থিক অনুদান দেবেন, তাদের জন্য আয়করে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করা।

❖ অবকাঠামোগত ও কারিগরি সহায়তা

- **মাঠ ব্যবহার:** সরকারি স্কুল, কলেজ বা স্থানীয় স্টেডিয়ামগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ে নামমাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে একাডেমীসমূহের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া।
- **সরঞ্জাম সরবরাহ:** মানসম্মত প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদান বা বিনামূল্যে সরবরাহ করা।
- **কোচিং মান উন্নয়ন:** সরকারি উদ্যোগে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে বেসরকারি একাডেমীর কোচদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা।

❖ প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সহায়তা

- **সহজ নিবন্ধন প্রক্রিয়া:** বেসরকারি একাডেমীসমূহের জন্য একটি সহজ ও স্বচ্ছ নিবন্ধন এবং স্বীকৃতির প্রক্রিয়া চালু করা।
- **নীতিমালা প্রণয়ন:** বেসরকারি ক্রীড়া একাডেমী পরিচালনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা, যেখানে সরকারি সহযোগিতার শর্তাবলী স্পষ্ট থাকবে।
- **বিশেষ স্কলারশিপ:** একাডেমীগুলোতে প্রশিক্ষণরত মেধাবী ও দরিদ্র খেলোয়াড়দের জন্য 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া বৃত্তি' বা সমমানের বিশেষ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা।

বেসরকারি ক্রীড়া একাডেমীসমূহ আমাদের ক্রীড়া কাঠামোর মেরুদণ্ড স্বরূপ। এদের দুর্বলতা দেশের সামগ্রিক ক্রীড়া উন্নয়নে প্রভাব ফেলে। সঠিক সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে এই একাডেমীগুলো আরো শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারবে, যা ভবিষ্যতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া সাফল্য বয়ে আনবে। তাই, বেসরকারি ক্রীড়া একাডেমিকে সরকারি অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের জন্য একটি টেকসই সহযোগিতা মডেল তৈরি করা এখন সময়ের দাবি।